যুগান্তর

20 JAN 2003
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১

মেডিকেলে ভর্তিযুদ্ধ

দেশের ১৩টি সরকারি মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস প্রথম বর্ষে দেড় হাজার আসনে ভর্তির জন্য সাড়ে ১৮ হাজার ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়াছে। যাহারা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, তাহারা নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান। অতি মেধাবী না হইলে মেডিকেলে ভর্তির জন্য আবেদন করিবার যোগ্যতাই অর্জন করা যায় না। বুয়েট এবং অন্যান্য প্রকৌশল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও একই চিত্র। আসনসংখ্যার স্বল্পতার কারণে ইচ্ছা এবং প্রয়োজনীয় মেধা থাকিলেও সকলের পক্ষে মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কলেজে ভর্তির সুযোগ লাভ সম্ভব হয় না। অনেকে দুই ধরনের প্রতিষ্ঠানেই চেষ্টা করে। পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। বিষয়টি অনেকটা যেন ভাগ্য পরীক্ষার মতো হইয়া উঠিয়াছে। গত কয়েক বৎসরে দেশে বেসরকারি উদ্যোগে বেশ কয়েকটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল ও প্রকৌশল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলেও ছাত্রছাত্রীদের প্রথম পছন্দ সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানসমূহই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদে মাত্র সাড়ে ছয়শত আসনে ভর্তির জন্য একবার পরীক্ষা দিয়াছে ১৮ হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী। বিজ্ঞান এবং কলা অনুষদেও একই চিত্র। ইহার কারণও বোধগম্য। সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে কোনভাবেই সমসামুক বলা যাইবে না। কিন্তু তাহার পরও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুযোগ-সুবিধা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বেশি এবং একই সঙ্গে বেতন ও অন্যান্য চার্জ অনেক কম। শিক্ষকদের যোগ্যতাও প্রশ্নাতীত। বলা যায়, সরকারি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রছাত্রীরা এখনও নামমাত্র ব্যয়েই শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ-বঞ্চিত হইলেই কেবল ছাত্রছাত্রীরা ব্যয়বহুল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির চেষ্টা করে। বর্তমান অবস্থায় সরকারি উদ্যোগে নূতন সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রকৌশল, চিকিৎসা ও অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সম্ভাবনা খুবই কম। ইতিমধ্যে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনা করিতেই সরকার হিমশিম খাইতেছে। এইগুলিতে আয়ের তুলনায় ব্যয় বহুগুণ বেশি এবং সরকারকে প্রচুর ভর্তুকি দিয়া উহা মিটাইতে হয়। ঘাটতি পূরণের জন্য সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্র-বেতন এবং অন্যান্য চার্জ বৃদ্ধির সুপারিশ বিভিন্ন সময়ে করা হইয়াছে এবং উহাকে অযৌক্তিক বলা যাইবে না। এমনকি এই ধরনের পদক্ষেপ গৃহীত হইলেও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণ থাকিবেই। বেসরকারি উদ্যোগে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পর্যাপ্ত সংখ্যায় বৃদ্ধি এবং সেইগুলির বেতন ও আনুষঙ্গিক ব্যয় কমানো হইলেই কেবল পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিবে। এই সকল প্রতিষ্ঠান নিছক ব্যবসায়িক স্বার্থ হাসিলের জন্য গড়িয়া উঠুক, ইহা কোনভাবেই কাঙ্ক্ষিত নয়। মেডিকেল বা প্রকৌশল শিক্ষার জন্য উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার অনুমোদন কেবল যাবতীয় শর্ত পূরণ হইবার পরই দেওয়া উচিত। মেডিকেল কলেজগুলিতে প্রতি ১২ জন প্রার্থীর মধ্যে একজন ভর্তি হইতে পারিবে। ভর্তি পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা মৌখিক পরীক্ষার সম্মুখীন হইবে। এই প্রক্রিয়ায় যেন কোনরূপ অনিয়ম না হয়, সংশ্লিষ্ট সকলকে উহার নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে। প্রবল প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিতরা পড়াশোনায় যথাযথ মনোনিবেশ এবং শিক্ষাজীবন শেষে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা সেবায় আত্মনিয়োগ করিবে, এই প্রত্যাশা স্বাভাবিক। তাহাদের চিকিৎসক হিসাবে গড়িয়া উঠিবার পশ্চাতে দেশের মানুষের অবদান ভুলিলে চলিবে না।